প্রথম আলো

শিক্ষা ও পরীক্ষা ■ গৌতম রায়

বিদ্যালয় যেন জটে না পড়ে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিছুকাল আগেও ধারণা করা গিয়েছিল, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এ ধরনের জটে পড়তে যাচ্ছে।

গত দুই মাসে বিরোধী দলগুলোর হরতাল-অবরোধসহ নানা কর্মসূচির কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। এ লেখা তৈরি করা পর্যন্ত সব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হয়নি, তবে মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে বলে জানা গেছে।

সরকারের মেয়াদের শেষ দিকে হরতালের মতো কর্মসূচি যে হতে পারে, তা অনুমেয় ছিল; কিন্তু লাগাতার কর্মসূচির কারণে পরীক্ষা শেষ করতে এত দিন লেগে যাবে, তা কেউ ভাবেনি। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতেও বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের অনেক পরীক্ষা বাকি ছিল। লাগাতার হরতাল-অবরোধে কীভাবে পরীক্ষা নিয়ে এ বছরের শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করা হবে, তা নিয়ে কৌতূহলও ছিল।

শিক্ষার্থীদের অটো প্রমোশন দেওয়ার প্রস্তাব অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী নাকচ করে দিয়েছেন। উপরন্তু জানুয়ারির প্রথম দিন বই দেওয়ার যে উৎসব কয়েক বছর ধরে চলছে, তা এবারও হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে আশাবাদী হই। ডিসেম্বরের প্রায় শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পরীক্ষা নিয়ে স্বল্প সময়ে রেজাল্ট তৈরি করার কাজটি সম্পন্ন করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। সন্দেহ নেই, কর্তৃপক্ষকে কাজটি ঠিকমতো করতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে বা হচ্ছে। সময়স্বল্পতার কারণে এ কাজে কিছুটা ভুলত্রুটি হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা যে শেষ পর্যন্ত জটে পড়ছে না, সেটাই আশ্বস্ত হওয়ার মতো বিষয়।

পরীক্ষার এই দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হলো। সবাই দীর্ঘ সময়ের পরীক্ষা নিয়ে বিরক্ত। ধারণা করি, অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তা-ই। রাজনীতি তাদের মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। পরীক্ষা শেষে ছুটি কাটাবে, মামাবাড়ি কিংবা অন্য কোথাও বেড়াতে যাবে, এতে ছেদ পড়ায় বিরক্ত হওয়ারই কথা।

তা ছাড়া দীর্ঘদিন পরীক্ষার টেনশন বা প্রস্তুতি নিতে কারই বা ভালো লাগে! পরীক্ষাভীতি বা অনীহা অনেকেরই আছে, সেটা হয়তো এসব কারণে আরও বাড়বে। ধারণা করেছিলাম, বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো নির্ধারিত সময়ে শেষ হচ্ছে না এবং বিদ্যালয়গুলো জটের কবলে পড়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয় জটের কবলে পড়ুক, তা কাম্য নয়; এমনকি সেটি এক দিনের হলেও।

ব্যক্তিগতভাবে বছর শুরুর দিন বই উৎসব পালনের মাধ্যমে নতুন বছরের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে একমত পোষণ করি। আশা করি, সব প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজটি ভালোভাবে করা সম্ভব হবে। রাজনৈতিক আন্দোলন-কর্মসূচির প্রভাব সব সেক্টরের গায়েই লেগেছে, শিক্ষাও বাকি থাকছে না। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা, বিশেষত তাদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরীক্ষার এ ধরনের দীর্ঘসূত্রতা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এ ধরনের আন্দোলনে শিক্ষা কার্যক্রম ভবিষ্যতে কীভাবে চালানো হবে, সে বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে আসছে বছরটি শিক্ষার্থীদের কেমন যাবে। রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া এ দেশে নতুন নয়। অদূর ভবিষ্যতে যে এ সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, তারও লক্ষণ নেই। শীতকাল আন্দোলনের সময়, সুতরাং প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের এ ধরনের সমস্যা পোহানোই নিয়তি—কোনো বছর হালকা, কোনো বছর তীব্র। সমস্যাটির বাস্তব দিক বিবেচনা করে এবং এ বছরের অভিজ্ঞতা আমলে নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা—উভয় মন্ত্রণালয়ের উচিত স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা।

আমাদের পড়াশোনা পরীক্ষানির্ভর, বলা ভালো লিখিত পরীক্ষানির্ভর। দিন দিন পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ছেই। পরীক্ষা খারাপ কিছু না, কিন্তু পরীক্ষাই যদি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের একমাত্র কৌশল বলা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যাঁরা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা চালান, তাঁরা এসব বিষয় ভালোভাবেই জানেন কিন্তু রাতারাতি পদ্ধতি বদলানো সম্ভব নয়। যদিও মূল্যায়ন পড়ালেখারই অংশ। কারণ, ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে তাকে সে অনুযায়ী পরামর্শ বা উন্নতির উপায় বলে দেওয়া সম্ভব।

কিন্তু আমাদের চর্চা অনুসারে মূল্যায়নকে পড়ালেখার সর্বশেষ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে শিক্ষার্থী সারা বছর পড়াশোনা করে কী শিখল তার শুধু একটি দিক যাচাই করা হয়। আমরা যদি আস্তে আস্তে বছর শেষের পরীক্ষাকে একটু কম গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীকে সারা বছর মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক ফলাফল প্রকাশ করি, তাহলে এ বছর পরীক্ষা-সম্পর্কিত যে সমস্যায় পড়তে হয়েছে, তা যেমন এড়ানো যাবে, তেমনি মূল্যায়নপদ্ধতিও তুলনামূলকভাবে উন্নততর হবে।

এ প্রসঙ্গে স্কুলবেইসড অ্যাসেসমেন্ট বা এসবিএর খারাপ দিকগুলো অনেকেই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে চাইবেন। অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের অনেক শিক্ষক বছরব্যাপী ধারাবাহিক মূল্যায়নের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নন। কিন্তু সমস্যার কারণে সমাধানের উদ্যোগ না নিয়ে বসে থাকলে প্রকৃতপক্ষে কোনো অগ্রগতিই ঘটানো সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে এখন অনেক বিদ্যালয় আছে, বিশেষত বেসরকারি পর্যায়ে, যারা শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করে। তারা পারলে অন্য বিদ্যালয়গুলোরও না পারার কারণ নেই। ধারাবাহিক মূল্যায়নে যেহেতু শ্রেণীশিক্ষক ও অন্য শিক্ষকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, শিক্ষার্থীদের নম্বর দেওয়ার ভার থাকে তাঁদের ওপর।

সুতরাং কিছু অপব্যবহার প্রথম দিকে হতে পারে। শিক্ষকদের বিষয়টির সঙ্গে ঠিকমতো একাত্ম করা গেলে এবং তাঁদের যথাযথ ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে এ সমস্যা অনেকটাই থাকবে না। ধারাবাহিক মূল্যায়নে একদিকে শিক্ষার্থীর ওপর বছর শেষের পরীক্ষার চাপ অনেকটা কমবে, তেমনি রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে পরীক্ষাসংক্রান্ত এতটা ঝামেলা পোহাতে হবে না বিদ্যালয়গুলোকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের যে অপচর্চা করে আসছি আমরা দীর্ঘদিন ধরে, সেটি শিক্ষার অন্য স্তরে স্থানান্তরিত না হোক—এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। এক বছরের পড়ালেখা সে বছরেই শেষ করে শিশুরা যেন পরবর্তী বছরের প্রথম দিনটিতে নতুন বইয়ের সুঘ্রাণের আশায় থাকে, এটুকু অন্তত যেন নিশ্চিত করি আমরা সবাই মিলে।

● গৌতম রায়: প্রভাষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা গবেষক।
goutamroy@ru.ac.bd